লেবু চাষে বিস্তারিত বিবরণী

জাতের তথ্য

জাতের নাম : সীডলেস লেবু

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বিএআরআই)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল লম্বাটে, বাইরে আবরণ মসৃণ। রসের পরিমাণ ৪২%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল লম্বাটে, বাইরে আবরণ মসৃণ। গাছপ্রতি ফলে সংখ্য ১৯০ টি। রসের পরিমাণ ৪২%। ভিটামিন সি ৪৬ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম লেবু। বছরে দুবার ফল দেয়।ফলের ওজন ১৩০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫৫ - ৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে থেকে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক)।

ফসল তোলার সময় :

মাঘ-ফাল্গুনে ফুল আসে এবং জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে ফল সংগ্রহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লেবু-১

জনপ্রিয় নাম : এলাচি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল ডিম্বাকৃতি, বাইরে আবরণ অমসৃণ ও পুরু। রসের পরিমাণ ২৫%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল ডিম্বাকৃতি, বাইরে আবরণ অমসৃণ ও পুরু। গাছপ্রতি ফলে সংখ্য ১৫০ টি। রসের পরিমাণ ২৫%। ভিটামিন সি ৩২ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম লেবু। বছরে দুবার ফল দেয়।প্রতিটির গড় ওজন ২৬০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫৫ - ৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে থেকে অক্টোবর(জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক)।

ফসল তোলার সময় :

ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল আসে এবং শ্রাবন-ভাদ্র মাসে ফল সংগ্রহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লেবু-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল গোলাকার, বাইরে আবরণ মসৃণ। রসের পরিমাণ ৩২%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল গোলাকার, বাইরে আবরণ মসৃণ। গাছপ্রতি ফলে সংখ্য ১৮৬ টি।শাঁস সাদা, খুব রসালো, রসের পরিমাণ ৩২%। ভিটামিন সি ৮৪ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম লেবু।প্রতিটির গড় ওজন ৮০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪৫ - ৪৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে থেকে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক)।

ফসল তোলার সময় :

ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল আসে এবং আষাঢ়-শ্রাবণ-মাসে ফল সংগ্রহ ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি লেবু-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল গোলাকার, বাইরে আবরণ খুব মসৃণ। রসের পরিমাণ ৩৮%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

নাবি জাত। গাছ ছোট ও খাড়া। ফল গোলাকার, বাইরে আবরণ খুব মসৃণ। গাছপ্রতি ফলে সংখ্য ২১০ টি। রসের পরিমাণ ৩৮%। ভিটামিন সি ৬২ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম লেবু।প্রতিটির গড় ওজন ৫৫ গ্রাম। দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৮ - ৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে থেকে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক)।

ফসল তোলার সময় :

চৈত্র-বৈশাকে ফুল আসে এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল সংগ্রহ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বাউ কাগজী লেবু ১

জনপ্রিয় নাম : কাগজী লেবু

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল গোলাকৃতি, মসৃণ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উচ্চ ফলনশীল বারমাসি জাত।প্রতিটির গড় ওজন ৮০-১২০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫৫ - ৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে থেকে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক)

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট বা শ্রাবণ-ভাদ্র।

তথ্যের উৎস :

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

জাতের নাম : বাউ লেবু ২

জনপ্রিয় নাম : সেন্টেড এলাচি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়(বিএইউ)

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ফল গোলাকৃতি, মসৃণ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল গোলাকৃতি, মসৃণ। উচ্চ ফলনশীল বারমাসি জাত।প্রতিটির গড় ওজন ৮০-১২০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে থেকে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক)।

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট বা শ্রাবণ-ভাদ্র।

তথ্যের উৎস :

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বাউ লেবু ৩

জনপ্রিয় নাম : সেমি সীডলেস

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল গোলাকৃতি, মসৃণ। উচ্চ ফলনশীল বারমাসি জাত।প্রতিটির গড় ওজন ৮০-১২০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬০-৭০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৫-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬-৭

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে থেকে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক)।

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট বা শ্রাবণ-ভাদ্র।

তথ্যের উৎস :

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

লেবুর প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী অংশে ৮৮.৪ গ্রাম জলীয়, ০.৬মিলি গ্রাম খনিজলবণ, ১.৭ গ্রাম আঁশ, ০.৩ গ্রাম আমিষ, ১০ গ্রাম শর্করা, ৪০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২.৩ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.০৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২ ৪৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি ও ৪৭ মিলিগ্রাম খাদ্যশক্তি রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : গাছের গোড়ার দিকে জলশোষক বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। গাছের ভিতরের দিকে যেসব ডালপালা সূর্যালোক পায় না সেসব দূর্বল, রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা নিয়মিত কেটে ফেলতে হবে। মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ডাল কাটার পর কর্তিত স্থানে বোর্দ পেস্টের প্রলেপ দিলে ছত্রাকের আক্রমণ হবে না।

ভাল বীজ নির্বাচন :

বীজ থকে বংশ বিস্তারে জাতের মান ঠিক থাকে না, ফলন দেরিতে আসে; তাই গুটী কলম করাই উত্তম। বর্ষার শুরুতে গুটি কলম করুন। এক থেকে দেড় বসরের সুস্থ সবল, নিরোগ ও বালাইমুক্ত পেন্সিলের মতন মোটা ডাল নির্বাচন করুন। অথবা দেড় বসরের সুস্থ সবল, নিরোগ ও বালাইমুক্ত পেন্সিলের মতন মোটা ডাল নির্বাচন করে তিন চোক বিশিষ্ট ২০-২৫ সেমি খন্ড করে নিন।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : সুনিস্কাশিত ও সেচের সুবিধাযুক্ত উচু রৌদ্রজ্জ্বল স্থানে ১.২৫ সেমি চওড়া ও সুবিধাজনক লম্বা চারাতলা তৈরি করুন। ২ চারাতলার মাঝে ২৫-৩০ সেমি নালা রাখুন।নালার মাটি, ভিটিমাটির সাথে সম পরিমাণ জৈব সার মিশিয়ে দিন।মাটি স্যাঁতস্যাঁতে হবার স ম্ভাবনা থাকলে নালার গভীরতা বরাবর ৫-৭ সেমি খোয়া স্তর দিয়ে এর উপর১৫ সেমি উঁচু জৈব সার মিশেল মাটির স্তর বিছিয়ে চারাতলা প্রস্তুত করুন। প্রয়োজনে ছায়ার ব্যবস্থা রাখুন।

বীজতলা পরিচর্চা : চারাতলায় ২-৩ ইঞ্চি দূরে দূরে সারি করে সমদূরে একই দিকে তেরছা করে একটি চোখ মাটির নিচে বসিয়ে দিন। প্রয়োজনে কাটিং এর উপরের কাটা স্থান আলকাত্রার প্রলেপ দিন। কাটিং লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ দিন এবং কয়েক দিন ছায়ার ব্যবস্থা করুন। থেকে গুটি কলম কেটে এনে রোপণের আগ পর্যন্ত(সপ্তাহখানেক) চারাতলায় ছয়াযুক্ত স্থানে রেখে দিন। প্রয়োজনে চারার উপর পানির হাল্কা ছিটা দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

চাষ পদ্ধতির তথ্য

চাষপদ্ধতি :

মাটির প্রকার ভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিতে হবে । প্রথম চাষ গভীর হওয়া দরকার । এতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাজনক, পরিচর্যা সহজ, এবং সেচের পানির অপচয় কম হয় ।।সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। লাইন থেকে লাইন ৯৮-১১৮ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারা ৯৮-১১৮ ইঞ্চি দূরে লাগাতে হবে ।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা :

পানি জমেনা এমন হালকা দোআঁশ ও মধ্যম অম্লীয় মাটি

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :
ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	সারের পরিমাপ		
	১-২ বছর	৩-৫ বছর	৬ বছরের অধিক
গোবর/কম্পোস্ট	১৫ কেজি	২০ কেজি	২৫কেজি
ইউরিয়া	১৫০-২০০গ্রাম	৪০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
টিএসপি	১৫০-২০০গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
এমওপি	১৫০-২০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের পদ্ধতিঃ সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করুন। প্রথম কিস্তি বর্ষার শুরুতে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য), ২য় কিস্তি মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এবং তৃতীয় কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী)।পাহাড়ী এলাকায় অথবা পর্যাপ্ত জায়গা না থাকলে শাবল দ্বারা গর্ত করে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছের গোড়া থেকে সোয়া ২ হাত থেকে সোয়া ৩ হাত দূর থেকে শুরু করে ৭.৫ হাত পর্যন্ত সার প্রয়োগ করুন। গাছে সার প্রয়োগের পর এবং খরার সময় বিশেষ করে ফলের গুটি আসার সময় পানি সেচ দিন। তাছাড়া গোড়ার আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঢেলা ভেঙ্গে দিন। মাটির উর্বরতা ভেদে সারের মাত্রা কম বেশি করুন।লেবু গাছের জন্য বোরণ ও ম্যাগনেশিয়াম সারও প্রয়োজন।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা :

চারা লাগানোর পরপরই চারার গোঁড়ায় পানি দিন। চারা লাগানোর পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ঝর্ণা দিয়ে সেচ দিতে হবে। অধিক ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বাড়ন্ত সময়ে সেচ দিতে হবে। খরা মৌসুমে মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। বর্ষাকালে গাছের গোঁড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য নিকাশ নালার ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1: জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় বর্ষাকালে গোড়ায় পানি জমতে দিবেন না।মালচিং এর ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বিএআরআই)।

আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/বিরুৎ জাতীয় আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা, সেচ যন্ত্র প্রস্তুত রাখুন।মালচিং এর ব্যবস্থা রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ঝর্না দিয়ে গাছের গোড়ায় সেচ দিন।মালচিং এর ব্যবস্থা নিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা

প্রস্তুতি : সারিতে গাছ লাগান জমিতে সেচের নালা তৈরি করে রাখুন। বাত্তি ফল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

পোকার তথ্য

পোকার নাম : লেবুর কাল জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : জাবপোব প্রায় -০.৮ মিমি লম্বা, নরম ও ডিম্বকার । এরা হালকা থেকে গাঢ় সবুজ, নীলচে, বেগুনি, কালো রঙের হয়ে থাকে। গাছের নরম ও কচি অংশে দলবেধে থেকে রস চুষে খায়।

ক্ষতির ধরণ : বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয় অবস্থাতেই লেবু গাছের পাতার রস খায়। ফলে লেবু গাছের সতেজ অবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হয়, পাতা কুঁকড়ে যায়, কচি পাতা বিকৃত হয়, আক্রান্ত কোমল শাখা বিভিন্নভাবে বেঁকে যায়। এর আক্রমণে যে মধুরস নিঃসরণ করে তাতে সুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

গাছে পাতার উপর ও নিচ দিক দিয়ে ছাই ছিটান।নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর প্রজাপতি

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পাখা হালকা কালো রঙের ও পাখা উপরি ভাগ হুদ রঙে সুন্দর রুপে অলংকৃত। পাখার নিচের ভাগ কিছুটা সাদাটে। ।শরীরে বড় বড় জোড়া দাগ আছে।

ক্ষতির ধরণ : অল্প কয়স্ক কীড়া লেবু গাছের চকচকে হালকা হলুদাভ সবুজ কচি পাতা খেতে পছন্দ করে । কচি পাতার কিনারা থেকে শুরু করে মধ্যশিরা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে । কখনো কখনো পরিপক্ক পাতা খেতে শুরু, এমনকি সম্পূর্ণ গাছের পাতা খেয়ে গাছ পাতাশূণ্য করে ফেলে।

ক্ষতির লক্ষণ : অল্প কয়স্ক কীড়া লেবু গাছের চকচকে হালকা হলুদাভ সবুজ কচি পাতা খেতে পছন্দ করে । কচি পাতার কিনারা থেকে শুরু করে মধ্যশিরা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে । কখনো কখনো পরিপক্ক পাতা খেতে শুরু, এমনকি সম্পূর্ণ গাছের পাতা খেয়ে গাছ পাতাশূণ্য করে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (রিজেন্ট ১০-১৫মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

যখনই লেবু গাছে ডিম, কীড়া ও পুত্তলি দেখা যাবে, তখনই হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলে বা পুড়িয়ে দিয়ে এ পোকা ধ্বংস করুন। *আক্রান্ত লেবু গাছ ঝাকি দিয়ে কীড়া সংগ্রহ করে কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে মেরে এ পোকা নিয়ন্তণ করুন।। ৫-৭দিন অন্তর এ পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : মথ বা পূর্ণাঙ্গ পোকা মেটে থেকে কালচে রঙের। মাঝে হলদে ছোপ ছোপ পাখার পেছনের দিক সামান্য উঁচু।৩ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে হলদে রঙের ২-৩ মিমি (০.০৭- ০.১১ ইঞ্চি) আকারের কীড়া পাতার ভিতরে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে চলে।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকার কীট পাতার উপ ত্বকের নীচে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে। দাগ শেষে বাদামি হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায়। তীব্র আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (রিজেন্ট ১০-১৫মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।শীতের সময় বিশেষ করে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আক্রান্ত পাতা ছাঁটাই করে পুড়িয়ে দিন ।

অন্যান্য :

প্রতি লিটার পানিতে ১২০ মিলিলিটার নিমের খৈলের রস বা নিম তেল মিশ্রিত করে আক্রান্ত গাছে ভাল ভাবে পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।১০-২০লিটার পানিতে ১ কেজী নিমের খৈল মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করুন।তামাক নির্যাস ও সাবান গোলা পানি স্প্রে করে দিলেও এ পোকা দমন হয় ।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবু গাছের কান্ড ছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণাঙ্গ মথের দেহ অনুজ্জ্বল ধাতব সবুজ থেকে গাঢ় বেগুনি। উপরের পাখার মধ্য ভাগে লম্বালম্বিভাবে হলদে ছিট আছে। এদের শূঙ্গ প্রায় শরীরের সমান।কান্ডে কীড়ার রং হলুদ।

ক্ষতির ধরণ : এই পোকার কীড়া লেবু গাছের ডগায় ছিদ্র করে। আক্রান্ত ডগা মরে গেলে কীড়া দিক পরিবর্তন করে নিচের দিকে নেমে গাছের বড় বড় শাখায় সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করে এবং মাঝে মাঝে গর্ত খুঁড়তে থাকে । সুড়ঙ্গ মুখে একপ্রকার আঁঠাল পদার্থ বের হয় । আক্রান্ত ডগা আস্তে আস্তে কালো হয়ে মরে যায় । ডগা মারা যাওয়ার পর কীড়া প্রধান কান্ডে সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখা) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে ডগায় স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাটাই করে পরিস্কার করে দিন।

অন্যান্য :

গর্তের মুখে কীড়া কাঠের গুড়া জমা করে । হঠাৎ করে গুঁড়া সরিয়ে গুড়ার নিচে লুকিয়ে থাকা কীড়া ধরে মেরে ফেলুন ।গর্তের মধ্যে শিক বা স্পোক ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে পোকা মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর মাকড়

পোকার স্থানীয় নাম : : লেবুর মাকড়

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক লাল মাকড় খুবই খুবই খুদে, সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না। এরা ছোট দল বেঁধে পাকার নিচে থাকে। ডিম্বাকার, পুরু, ০.৫ মিমি লম্বা, ৪ জোড়া পা। সাদা, হলদে বা লাল ধরনের।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা মাকড় একটি শাখার কচি পাতায় আক্রমন করে ও পাতার রস চুষে নেয়। পাতা ভিতরের দিকে কুঁকড়িয়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে সালফার গ্রুপের (কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডব্লিউজি) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর মিলিবাগ বা ছাতরা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : লেবুর ছাতরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : ৩-৪ মিমি আকারের গোলাপি রঙের, ডিম্বাকার পেটের দিক খাঁজকাটা। গায়ে সাদা তুলার মতো আবরণ থাকে। এরা দল বেঁধে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : এরা পাতা ও ডালের রস চুষে নেয় ফলে গাছ দুর্বল হয়। পোকার আক্রমণে পাতা, ফল ও ডালে সাদা সাদা তুলার মত দেখা যায়। অনেক সময় পিঁপড়া দেখা যায়। এর আক্রমণে অনেক সময় পাতা ঝরে যায় এবং ডাল মরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাক নাশক ও একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর স্কেল/খোসা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : লেবুর খোসা পোকা

পোকা চেনার উপায় : ২-৩ মিমি ডিম্বাকৃতির বাদামি থেকে ধূসর রঙের পোকা বাচ্চাসহ দলবেধে গাছের ডালে শক্ত করে লেগে থাকে। খোলস আঁশের মতো।

ক্ষতির ধরণ : তুলার মত কুশন আকৃতির এ পোকা লেবু গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল থেকে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে । রস চুষে খাওয়ার সময় এরা গাছের রসের মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ অন্তঃক্ষেপ করে । ফলে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফলের উপর হলদে দাগ দেখা যায় । আক্রান্ত গাছের সমস্ত পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে।

ক্ষতির লক্ষণ :

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (রিজেন্ট ১০-১৫মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাটাই করে পরিস্কার করে দিন।পরিস্কার করার পর একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ডাল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর কুশন স্কেল পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : তুলার মত কুশন আকৃতির এ পোকা দলবেধে গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল হতে রস চুষে খায়।

ক্ষতির ধরণ : তুলার মত কুশন আকৃতির এ পোকা লেবু গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল হতে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে । রস চুষে খাওয়ার সময় এরা গাছের রসের মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ অন্তঃক্ষেপ করে । ফলে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফলের উপর হলদে দাগ দেখা যায় । আক্রান্ত গাছের সমস্ত পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , কচি পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (রিজেন্ট ১০-১৫ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর কুশন স্কেল পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : তুলার মত কুশন আকৃতির এ পোকা দলবেধে গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল হতে রস চুষে খায়।

ক্ষতির ধরণ : তুলার মত কুশন আকৃতির এ পোকা লেবু গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল হতে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে । রস চুষে খাওয়ার সময় এরা গাছের রসের মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ অন্তঃক্ষেপ করে । ফলে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফলের উপর হলদে দাগ দেখা যায় । আক্রান্ত গাছের সমস্ত পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , কচি পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (রিজেন্ট ১০-১৫ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর কাল মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে গাঢ় কালো রঙের পাখা ধোঁয়াটে। সামনের পাখায় অনিয়মিত আকৃতির ৪টি সাদা এলাকা আছে। খোসার মতো বাচ্চা, গায়ের রং চকচকে কালো। চোখ রক্ত বর্ণের। দেহের কিনারা শক্ত ছোট লোমা ঢাকা।

ক্ষতির ধরণ : বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয় অবস্থাতেই লেবু গাছের পাতার রস শোষণ করে ক্ষতি করে । ফলে লেবু গাছের সতেজ অবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হয়, পাতা কুঁকড়ে যায়, কচি পাতা বিকৃত হয়, লেবুর পাতা ও ডগা স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ।এর আক্রমনে যে মধুরস নিঃসরণ করে তাতে সুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাক নাশক ও একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছে ধূপের ধোঁয়া দিলে কালো মাছি চলে যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর সাইলিড বাগ

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : মাথা সুঁচালো, শরীরের রঙ বাদামি। পাখ ঝিল্লীময়, প্রায় স্বচ্ছ এবং পিছনের পাখা সামনের পাখার চেয়ে পাতলা ও ছোট। বাচ্ছা উঁকুনের মতো, রঙ কমলা।কচি পাতা ও মুকুলের উপর প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকার বাচ্চা বা নিম্ফ লেবু গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল হতে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে । রস চুষে খাওয়ার সময় এরা গাছের রসের মধ্যে সাইট্রাস গ্রীনিং রোগের ভাইরাস বহন করে এবং মিষ্টি আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করে । আক্রান্ত গাছের পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে এবং কুঁকড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (রিজেন্ট ১০-১৫মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন। সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর সাদা মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : সাদা দুটি পাখাযুক্ত পোকা। দেখতে পানপাতা/হৃদপিন্ডের মতো। স্ত্রী মাছি পাতার নিচে চক্রাকারে মোমের আবরণে ডিম পারে। ডিম ফুটে অনুরূপ ছোট বাচ্চারা সাদা তুলার মতো আবরণের নিচে লুকিয়ে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : এরা পাতার রস চুষে খায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। পাতায় অসংখ্য সাদা সাদা পাখাযুক্ত মাছি দেখা যায় । গাছে নাড়া দিলে পোকা উড়ে যায়।

ক্ষতির লক্ষণ : এরা পাতার রস চুষে খায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। পাতায় অসংখ্য সাদা সাদা পাখাযুক্ত মাছি দেখা যায় । গাছে নাড়া দিলে পোকা উড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

১০ লিটার পানিতে ৪০ গ্রাম ডিটারজেন্ট গুলে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর পাতা মোড়ানো পোকা

পোকা চেনার উপায় : হালকা হলদে থেকে হালকা বাদামি পাখাযুক্ত মথ। উভয় পাখায় আড়াআড়ি কালো রেখা আছে।নবীন পাতায় ডিম পাড়ে। লালা দিয়ে পাতা মুড়িয়ে পাতার সবুজ অংশ কুঁড়ে খায়।

ক্ষতির ধরণ : এরা পাতা মুড়িয়ে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। বড় গাছের জন্য বেশি ক্ষতিকর না হলেও ছোট গাছকে অনেক সময় পত্রশুন্য করে ফেলতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা প্রপিকোনাজল জাতীয় কীটনাশক (টিল্ট ২৫০ইসি ৫মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা পোকাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : লেবুর পিঁপড়া

পোকা চেনার উপায় : অতি পরিচিত পোকার মাঝে ছোট লাল ও কাল পিঁপড়া বেশ ক্ষতি করে। এদের দেহ মাথা মোটা ধর লম্বাটে এবং পেট মোটা ও লম্বাটে । পুরুষ ও স্ত্রীর কখনো কখনো পাখা গজায়। জাব পোকাদের এরা পালন করার জন্য গাছের ডগায় দলদবদ্ধ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : এরা সাধারণত সরাসরি ক্ষতি করেনা। কিন্তু অনেক সময় গাছের গোড়ার মাটি সারিয়ে ফেলে, ফলে গাছ পড়ে যায়। অনেক সময় গাছ মারা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা, ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি /৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করুন।কোন কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন নেই । ছোট কোন পাত্রে সমান্য কেরোসিন রেখে দিলে পিঁপড়া সেখান থেকে চলে যায়।

অন্যান্য :

গাছের গোঁড়ার মাটি কুপিয়ে সেখানে ফিনিশ পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগের তথ্য

রোগের নাম : লেবুর আগামরা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পুরো গাছ বা গাছের ডাল আগা থেকে শুরু করে ক্রমশ নিচের দিকে মরে যেতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ গাছ মরে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছে ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা ১% বোর্দোমিশ্রণ স্প্রে করতে হবে।কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় (কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

পরিচার্যার মাধ্যমে গাছকে সবল রাখতে হবে। সময়মত প্রুনিং করে, আক্রান্ত অংশ অপসারণ করে গাছ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। আক্রান্ত ডাল সবুজ অংশ সহ কেটে সেখানে বোর্দোপেস্ট লাগাতে হবে।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগের নাম : লেবুর সুটিমোল্ড রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক।মিলিবাগ বা জাবপোকা বা সাদা মাছির আক্রমন।

ক্ষতির ধরণ : পাতায়, ফলে ও কান্ডে কাল ময়লা জমে। মিলিবাগ বা সাদা মাছির আক্রমণ এ রোগ ডেকে আনে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে প্রপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (টিল্ট ২৫০ইসি ৫মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগের নাম : লেবুর ক্যাংকার রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক। সুড়ঙ্গকারী পোকার আক্রমণ

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের আক্রমণে কচি পাতা, শাখা ও ফলে ধূসর বাদামি রঙের বসন্তের মত দাগ পরে। দাগের মাঝ গাঢ় বাদামী এবং চারধার হলদে/হালকা বাদামী।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

সুড়ঙ্গকারী পোকা দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (্রিজেন্ট ১০-১৫মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ডগা ও শাখা ছাটাই করুন ও কাঁটা স্থানে বোর্দোপেস্ট লাগাতে হবে।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগের নাম : লেবুর স্ক্যাব বা দাদ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : দাদ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : উঁচু দাগ পড়ে কখনও কখনও পাতা ও ফলে দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার নিচের দিকে স্পর্শ করলে খসখসে লাগে।লেবুর পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকার আক্রমণ এ রোগ ডেকে আনে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় (কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন। গাছের পাতা শুকনো থাকা আবস্থায় বাগানের পরিচর্যা করুন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। লেবুর পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকার আক্রমণ প্রতিহতের জন্য ব্যবস্থা নিন; যেমন: শীতের সময় বিশেষ করে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আক্রান্ত পাতা ছাঁটাই করে পুড়িয়ে দিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগের নাম : লেবুর গামোসিস রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : আঠা ঝড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির লক্ষণ :

ক্ষতির ধরণ : কান্ড বা মোটা ডালের কিছু যায়গা থেকে প্রথমে হালকা বাদামী বা গাঢ় বাদামী আঠা বা রস বের হতে দেখা যায় । আস্তে আস্তে গাছ শুকাতে থাকে এবং একসময় মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , যেকোন অবস্থা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , ডগা

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় (কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন। ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। আক্রান্ত গাছে সুষম মাত্রায় জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করুন। নিয়মিত সেচ প্রদান করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ডাল কেটে পুড়িয়ে ফেলুন।মরা গাছ সরিয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগের নাম : লেবুর লাল মরিচা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : এক ধরনের সবুজ শৈবাল।

ক্ষতির লক্ষণ : পাতায়, ফলে ও কান্ডে লালচে মরিচার মত একধরনের উচু দাগ দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ : পাতায়, ফলে ও কান্ডে লালচে মরিচার মত একধরনের উচু দাগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় (কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম, ডিলাইট ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন অথবা খৈলের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগের নাম : লেবুর ঢলে পড়া রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : গাছ মরে যেতে শুরু করে এক সময় পুরো গাছ মরে যেতে দেখা যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় (কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডালপালা ও অতিঘন ডালপালা ছাঁটাই করুন । পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাক নাশক ও একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন।নিয়মিত সেচ প্রদান করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগের নাম : লেবুর পাউডারি মিলডিউ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায়, কচি ডগা বা ফলে সাদা পাউডারের মত বস্তু দেখা যায়। গাছ মরে যেতে শুরু করে এক সময় পুরো গাছ মরে যেতে দেখা যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা গেইভেট বা মনোভিট ২০ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: গোল্ডাজিম বা এমকোজিম ১০ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : লেবু সবুজ থাকা অবস্থায় সংগ্রহ করলে বাজার মূল্য বেশি পাওয়া যাবে। পেকে গেলে বাজারে চাহিদা কমে যায়। দু'একটি পাতাসহ ফল সংগ্রহ করলে বেশীদিন সংরক্ষণ করা যায়। জুলাই-আগস্ট এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস সংগ্রহকাল হিসেবে ধরা যায়।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

বালাইমুক্ত ফল বাছাই করে নিন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

বাঁশের ঝুড়িতে, কাঠ, প্ল্যাস্টিক কন্টেইনারে বা পাতলা চটের বস্তায় ভরে প্যাকিং করুন।

সংরক্ষণ : ফসল তুলে ছায়ায় সংরক্ষণ করুন। বেশি দিন সাধারণ কক্ষে রাখা যায় না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

বীজ দ্বারা ও কলম করে লেবুর চারা উৎপাদন করা যায়।লেবুর বীজ বহুভ্রুনী হওয়ায় বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃগাছের গুনাগুন অক্ষুন্ন থাকে। তবে বীজের চারায় ফল ধরতে দেরি হয়। তাই লেবুর চারা উৎপাদনের জন্য কাটিং বা শাখা কলম করা হয়।এটি সহজ। এছাড়া গুটি কলমের মাধ্যমেও লেবুর চারা উৎপাদন করা যায়।প্রকৃত বীজ দিয়ে চারা উৎপাদন করা হয় না।বীজ থকে বংশ বিস্তারে জাতের মান ঠিক থাকে না, ফলন দেরিতে আসে; তাই গুটী কলম বা কাটিং করাই উত্তম।কাটিংয়ের জন্য এক থেকে দেড় বছরের সুস্থ সবল, নিরোগ ও বালাইমুক্ত পেন্সিলের মতন মোটা ডাল নির্বাচন করুন। অথবা দেড় বছরের সুস্থ সবল, নিরোগ ও বালাইমুক্ত পেন্সিলের মতন মোটা ডাল নির্বাচন করে তিন চোখ বিশিষ্ট ৮-১০ ইঞ্চি খন্ড করে নিন।এর গোড়ার দিক আড়াআড়ি এবং উপরের দিক তেরছা করে কেটে নিন। বীজতলায় ৮-১০ সেমিঃ দূরে দূরে সারি করে সমদূরে একই দিকে তেরছা করে একটি চোখ মাটির নিচে বসিয়ে দিন।প্রয়োজনে কাটিং এর উপরের কাটা স্থান আলকাতরার প্রলেপ দিন। কাটিং লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ দিন এবং কয়েক দিন ছায়ার ব্যবস্থা করুন। থেকে গুটি কলম কেটে এনে রোপণের আগ পর্যন্ত(সপ্তাহখানেক) বীজতলায় ছয়াযুক্ত স্থানে রেখে দিন। প্রয়োজনে চারার উপর পানির হাল্কা ছিটা দিন। বর্ষার শুরুতে গুটি কলম করুন। এছাড়া চোখ কলম করেও লেবুর চারা তৈরি করা যায়।

বীজ সংরক্ষণ:

ছায়া জায়গায় কলম সাজিয়ে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
লেবু উৎপাদনকারী চাষি, বিএডিসি, ডিএইএর হর্টিকার্লচার সেন্টেরসমূহ ও বেসরকারি উদ্যান নার্সারি বিএইউ, বিএআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : খুরপি/ নিড়ানি /কাঁচি/ হাসুয়া

ফসল : লেবু

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আগাছা বাছাই। ফসল তোলা ও পরিচর্যা।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

ফসল : লেবু

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের ক্ষমতা : গড় পানি নির্গমন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ১৭.৫ লক্ষ সেচ যন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ডিজেল চালিত। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে, সেই হিসেবে বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। বারি উদ্ভাবিত সেন্ট্রিফিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী। ২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়। ৩। এই পাম্প চালনায় তৈল ও জ্বালানি লাগে না। ৫।এই পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়। ৬। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের বড় ঝুড়িতে, ভাড়, রিক্সা ভ্যান, নৌকা, লন্স, ঠেলাগাড়িতে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

কাগজ/পাতলা পলিথিন সিট দিয়ে মুড়িয়াট্রাক কাভার্ড ভ্যান

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের বড় ঝুড়িতে ভরে পাতলা চট দিয়ে মুড়িয়ে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

ভোক্তা/ বিপণ্ন চাহিদানুসারে বাঁশের বড় ঝুড়িতে, প্লাস্টিক/ ছিদ্রযুক্তক রোগেটেড কন্টেইনারে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।